দামুড়হুদা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা গোল্ডকাপ ফুটবল টূর্নামেন্টের প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার রাত ৮টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যালয়ে প্রস্তুতি সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হালিম ভুট্টু, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাহী সদস্য শহিদ আজম সদু, দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির সভাপতি মাকসুদুর রহমান রতন, সাবেক ফুটবলার শরিফুল ইসলাম শরিফ, জাকির হোসেন, আশাদুল হক, নুরুজ্জামান নুরু, আজিজুল ইসলাম, ইনামুল হক, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য নওশাদ আলী, আমিনুল ইসলাম সন্টু, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দৈনিক মাথাভাঙ্গার দামুড়হুদা প্রতিনিধি মো মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, সাংবাদিক মশিউর রহমান।

প্রস্তুতিসভায় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী সকল দল কে সম্মানী প্রদানের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সীদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জীবননগরে শেখ কামালের ৭৪তম জন্মদিন পালিত

জীবননগরে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মদিন পালিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পুস্পস্তবক অর্পণ শেষে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার ভ’মি তিথি মিত্র, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাবীদ হাসান, উপজেলা পরিষদের মহিলা বাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, বীর মুক্তিযোদ্ধা দলিল উদ্দিনসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগন উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় শেখ কামালের ৭৪ তম জন্মবার্ষিকী পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জ্যেষ্ঠ পুত্র, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা ডিসি সাহিত্য মঞ্চে শেখ কামাল-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধান গণ। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা শুরুতে শেখ কামালের জন্মদিন উপলক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরবর্তী চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. সাইফুর রশিদ এরপর একে একে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রতিষ্ঠান প্রধান ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ কামাল-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা সভাপতিত্বে দিনটি উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. মোঃ জাহিদ হোসেন পনির, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সেলিম আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান।সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মাসুম আহমেদ।আলোচনা সভা শেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪৯ সালের এই দিনে বহুমাত্রিক সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী শেখ কামাল গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে মাত্র ২৬ বছর বয়সে বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, ডিআইও-১, অফিসার ইনচার্জ (চুয়াডাঙ্গা), অফিসার ইনচার্জ, জেলা গোয়েন্দা শাখা, টিআই (প্রশাসন), আরআই, পুলিশ লাইন্স, চুয়াডাঙ্গাসহ জেলা পুলিশের সকল পদমর্যাদার অফিসার-ফোর্সগণ।

যথাযোগ্য মর্যাদায় দামুড়হুদায় আট স্মৃতি শহীদ দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় দামুড়হুদায় শনিবার স্থানীয় আট স্মৃতি শহীদ দিবস পালিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদা মাঠে ৮ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছিল।

আজ শনিবার সকাল ৯টার সময় জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ সদস্য সাবেক হুইপ

চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: সোলাইমান হক জোয়াদ্দার সেলুন, মুক্তিযোদ্ধা পতাকা উত্তোলন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড: কিসিঞ্জার চাকমা, কালো পতাকা উত্তোলন করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন।

পরে শহীদ বেদিতে পুস্তক অর্পণ করেন চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সাংসদ, জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপার, জেলা আওয়ামী লীগ, দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন, শহীদ পরিবারের সন্তানরা, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ, জেলা মহিলা লীগ, জেলা যুবলীগ, জেলা ছাত্র লীগসহ স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এবং শহীদের জন্য দোয়া মাহফিল করা হয়।

পরে জেলা আওয়ামী ও জেলা মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মো: সোলাইমান হক জোয়াদ্দার সেলুনের সভাপতিত্বে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মুক্তিযোদ্ধার সাবেক কমান্ডার নুরুল ইসলাম মালিক, আজগর ফটিক, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম টোটন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হান্নান, মাসুদুর রহমান লিটু, আ,লীগ নেতা ও শিল্প পতি রাজ্জাক খান, আব্দুল হাকিম প্রমুখ। জেলা ও উপজেলা আওয়ামীলীগ, স্থানীয় প্রশাসন ও মুক্তিযোদ্ধারা তাদের স্মরনে প্রতিবছর এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যদার সাথে প্রতি বছর দিবসটি পালন করে আসছে।

যুদ্ধহত অবস্থায় বেচে যাওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগার ফটিক স্মৃতি চারণ বক্তব্য বলেন, দামুড়হুদা-মেহেরপুরের মাঝামাঝি একটি গ্রাম জয়পুরে ১৯৭১ সালে ৫ আগষ্ট যখন মুক্তিযোদ্ধারা ঘুমিয়ে ছিল, ঠিক তখনি ছদ্দবেশী একজন খবর দিল যে দামুড়হুদার নাটুদা মাঠের সব পাকাধান পাকবাহিনীরা জোর পুর্বক কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এই সংবাদ পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা কিছু না বুঝেই দলবেধে দ্রত ঘটনাস্হলে পৌঁছে। পরে দেখা গেল কিছুই না, তারা রাজাকারের কৌশলে পাকবাহিনীর ফাদে পা দিয়েছে। এসময় পরিস্থিতি বুঝতে একজন মুক্তিযোদ্ধা ফাঁকা গুলি ছুড়লে। তখন ইউ আকৃতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেলা পাকসেনারা শত শত রাউন্ড গুলি ছুড়তে থাকে। এসময় পরিস্থিতি বেগতিক পিছানোর কোন পথ নেই বুঝতে পেরে মুক্তিযোদ্ধারা সম্মুখ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

গোলাপুলির এক পর্যায়ে দামুড়হুদার নাটুদা স্কুলে পাকসেনাদের ক্যাম্প থেকে আরো পাকসেনা পিছন থেকে অগ্রসর হয়ে

মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে বৃষ্টিমত গুলি ছোড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচতে হলে মুভ করতে হবে, মুক্তিযোদ্ধারাও গুলি চালাতে চালাতে ক্লান্ত প্রায়। এর ফাঁকে মুক্তিযোদ্ধা হাসান এর ডানহাতে গুলি লাগে, হাত গামছা দিয়ে বেধে গুলি চালাতে থাকে, কতক্ষণ প্রশিক্ষিত একটি বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ চালানো যায়। হাসান সকলের পিছুটান দেয়ার কথা বলেই মৃত্যু বরন করলেন, পিছু হটার সাথে সাথে পাকসেনারা তাদের ধরে গুলি ও বেওনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তারিক, আফাজ, খোকন, আবুল কাশেম, রবিউল, রওশন, কিয়ামদ্দিন ও হাসানকে গুলি করে হত্যা করে। দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য নিঃশেষে প্রানদান করে শহীদ হন ৮ বীরমুক্তিযোদ্ধা।

জেলা ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগ, মক্তিযোদ্ধা সংসদ স্বাধীনতারপর থেকে এই ৮ শহীদের স্মরনে প্রতিবছর এই দিবসটিকে স্থানীয় শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এখানে স্থানীয় শহীদ দিবস পালনে সকাল থেকে কোরান তেলাওয়াত, বিশেষ আলোচনা দোয়া ও কাঙালি ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা উপজেলা আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ ও শহীদ পরিবারের আত্মীয় স্বজন এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগন উপস্তিত থেকে শহীদদের শ্রদ্ধা জানান।

চুয়াডাঙ্গার দোস্ত গ্রামে বিরোধপূর্ণ জমি দখল পেয়েও পতিপক্ষের হুমকী-ধামকী

চুয়াডাঙ্গার দোস্তে বিরোধপূর্ণ জমি দখল পেয়েও পতিপক্ষের হুমকী- ধামকী অব্যাহত রয়েছে। এ হুমকি-ধামকির ফলে চরম নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে পাওনাদার জমির মালিক বিধবা সহ তার পরিবারের লোকজন।

অভিযোগসুত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামের বসুতিপাড়ার মৃত দিদার মন্ডলের ছেলে মৃত খোকাই মন্ডলের একই এলাকার ১৫নং মৌজার ২৪৮নং

আরএস খতিয়ান ১৩৯৮ দাগে ২০ শতক জমি, আরএস খতিয়ান ১০২ এসএ দাগ ৬৮০ আরএস দাগ নং ১০৫৭ মোট ৬০ শতক জমির মধ্যে ৪৮ শতক জমি জোরপূর্বকভাবে ভোগদখল করে আসছিলো একইপাড়ার মৃত গোলাম রশিদের ছেলে প্রভাবশালী আব্দুল বারী (৩৮), মৃত আব্দুর রউফের ছেলে আব্দুস সালাম শান্তি (৪৫), মৃত আব্দুল লতিফের ছেলে বাবলু (৬০) ও এনায়েত কবির নান্নু (৫০)।

এ জমি নিয়ে আদালতে মামলা চলাকালীন সময় মামলার বাদি খোকাই মন্ডল মৃত্যুবরণ করলে এ মামলা পরিচালনা করে আসছেন মৃত খোকাই মন্ডলের স্ত্রী রাহিনা বেগম।

প্রায় ৪০ বছর ধরে আদালতে মামলা চলার পর ২০০৮ সালে চুয়াডাঙ্গা আমলী আদালত প্রাথমিক ডিগ্রী দেয় খোকাই মন্ডলের পক্ষে। তারপর আদালত ২০১২ সালে চুড়ান্ত ডিগ্রী দেয় খোকাই মন্ডলের পক্ষে। আদালতের রায় উপেক্ষা করে গায়ের জোরে জমি ভোগদখল করতে থাকে একইপাড়ার মৃত গোলাম রশিদের ছেলে প্রভাবশালী আব্দুল বারী, মৃত আব্দুর রউফের ছেলে আব্দুস সালাম শান্তি, মৃত আব্দুল লতিফের ছেলে বাবলু ও এনায়েত কবির নান্নু। এভাবে চলতে থাকলে ২০১৬ সালে খোকাই মন্ডল জমির শোকে ধুকে ধুকে মারা যায়। অসহায় হয়ে পড়ে রাহিনা বেগম ও তার ৩ ছেলে। স্ত্রী রাহিনা বেগম ধরনা দিতে থাকে গ্রামের মন্ডল মাতব্বারদের কাছে। সেখানেও কোন ফল না পেয়ে অভিযোগ করে দর্শনা থানা পুলিশের কাছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জমির কাগজপত্র দেখে দুই পক্ষের লোকজনকে থানায় ডেকে সালিস বৈঠক করে। এতে জমি দিতে স্বীকৃতি জানায়। ফলে একপর্যায় জমির রায় পাই মৃত খোকাই মন্ডলের পরিবার। এ রায়ের পরেও বিবাদীগণ জমি অবৈধ উপায়ে ভোগ দখল করতে থাকে।

তার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে থানা পুলিশ অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যাক্তিরা সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের নিয়ে এক বৈঠকে জমির সমাধান করা হয়। তাতে জমির প্রকৃত মালিকের নিকট তা বুঝিয়েও দেওয়া হয়। এ জমি বুঝে পাওয়ার পর তা জমির মালিক খোকাই মন্ডলের পরিবার তাঁরকাটার বেড়া দিয়ে ঘিরে নেয়। এ জমি নিয়ে নেওয়ার পর থেকে অভিযুক্ত প্রভাবশালী আব্দুল বারী (৩৮), আব্দুস সালাম শান্তি (৪৫), বাবলু (৬০) ও এনায়েত কবির নান্নু (৫০) তার বাড়ি অনাধিকার প্রবেশ করে জমির দখল ছাড়তে খুন জখমের ভয়ভীতি প্রদান করা সহ নানাধরনের হুমকি ধামকি প্রদান করে আসছে। এ বিষয়ে আব্দুল বারি বলেন আমি ইউসুফ আলীর কাছ থেকে জমি কিনে বিপদে পড়েছি।তবে আমি এ জমি সংক্রান্ত একটি মামলা করেছি।আমরা কোন হুমকি ধামকি দিচ্ছি না

সম্পর্ন মিথ্যা কথা।এ ঘটনায় রাহিনা বেগম বলেন আমাদের সব সময় হুমকি-ধামকির উপরে রেখেছে।আমি প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

দর্শনা কেরুজ ডিষ্টিলারীতে ৪৩৮ কোটি টাকার মদ বিক্রির রেকর্ড

কেরুজ কম্পেলেক্সের ৪ ইউনিটের মধ্যে চিনিতে লোকসান হলেও লাভ করেছে বাকি তিনটিতে। কেরুজ ডিষ্টিলারীতে মদ বিক্রিতে রেকর্ড। মদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে স্থাপন করা হয়েছে অটো মেশিন। এ অটো মেশিনে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে উৎপাদন শুরু করবে। এতে করে বৃদ্ধি পাবে উৎপাদন। যে কারণে দেশের মদ বিক্রি কেন্দ্র গুলোতে মদের চাহিদা পূরণ করে দ্বিগুনেরো বেশি মুনাফা অর্জনে সক্ষম হবে প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি বরাবরের মত এবারো মদ বিক্রিতে ইতিহাসের সর্বোচ্চ রেকর্ড করেছে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠানটি ৪৩৮ কোটি ৯১ লাখ টাকার মদ বিক্রি করেছে। প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র মদ বিক্রি থেকে লাভ করেছে ১৫৫ কোটি টাকা। বিক্রির ১৪৫ কোটি টাকা সরকারি রাজস্ব দিয়েও চিনি কারখানায় প্রায় সাড়ে ৬৮ কোটি টাকা লোকসান পুষিয়ে মূল মুনাফা প্রায় সাড়ে ৮০ কোটি টাকা প্রতিষ্ঠানের খাতায় জমা হয়েছে। যা কোম্পানির ইতিহাসে সর্বোচ্চ বিক্রির রেকর্ড।

কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোশাররফ হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে শুধু ডিস্টিলারি ইউনিট থেকে কোম্পানি সর্বোচ্চ এ্যালকোহল (মদ) বিক্রি করেছে। যা ৫৭ লাখ ৭৩ হাজার প্রুফ লিটার মদ বিক্রি হয়েছে। যা গত বছরের চেয়ে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ প্রুফ লিটার বেশি। ২০২১-২২ অর্থ বছরে হঠাৎ চাহিদা বাড়ায় সেই বছর ১০ লাখ প্রুফ লিটারের বেশি মদ বিক্রি করে কোম্পানিটি।

তিনি জানান, এ বছর ডিস্টিলারি বিভাগ থেকে ৫৯ লাখ ৬৭ হাজার লিটার মদ উৎপাদন হয়েছে। এরমধ্য ১৬ লাখ ৪২ হাজার ৬১৯ লিটার বিলেতি মদ ও

৩২ লাখ ৮০ হাজার ২২০ লিটার বাংলা মদ উৎপাদন হয়।

কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোশাররফ হোসেন যোগদানের পর থেকে এ মিলটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আগামীতে আখের মৃল্য বৃদ্ধি করার ফলে আগামীতে আখ চাষ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ১৯৩৮ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় প্রতিষ্ঠিত হয় কেরু এ্যান্ড কোম্পানি। বর্তমানে ছয়টি ইউনিটে চিনি, ডিষ্টিলারি, ফার্মাসিউটিক্যালস, বাণিজ্যিক খামার, আকন্দবাড়িয়া খামার (পরীক্ষামূলক) এবং জৈব সার উৎপাদন করছে প্রতিষ্ঠানটি। এরমধ্যে শুধু ডিস্টিলারি (মদ) ইউনিটই লাভজনক।

সূত্র জানায়, ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৪২৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা বিক্রি করে প্রতিষ্ঠানটি। ওই বছর রাজস্ব আদায় ও কোম্পানি পরিচালনাসহ সব খরচ বা ৪৯ কোটি ১৭ লাখ টাকা লাভ করে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩১৪ কোটি ৮৭ লাখ টাকার মদ বিক্রি করে কোম্পানি। ওই বছর লাখ হয় ১৪ কোটি ৬৩ লাখ টাকা।

চুয়াডাঙ্গা ৩ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার ২

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখার ডিবি পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ৩কেজি গাঁজাসহ ২জনকে গ্রেফতার করা করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে উজিরপুর তাল্লু সুতার মিলের সামনে থেকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ জনাব ফেরদৌস ওয়াহিদ এর নেতৃত্বে এসআই সুমন্ত বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার এএসআই বিজন কুমার, এএসআই মোঃ আবেদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে রাত আনুমানিক ১২টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন চুয়াডাঙ্গা টু দামুড়হুদা গামী রোডে উজিরপুর তাল্লু সুতার মিলের সামনে পাকা রাস্তার উপর হইতে ৩কেজি গাঁজাসহ ২জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন দামুড়হুদা দশমী পাড়ার ফিরোজ আলীর ছেলে আক্কাস আলী (৪০) ও পুরাতন বাজার পাড়ার মৃত মোকলেছুর রহমানের ছেলে জামাল উদ্দিন ওরফে লিটন(২৯)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে গাঁজাসহ আটক-১

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের মাদক বিরোধী সফল অভিযান পরিচালনা করে ৬’শ গ্রাম মাদকদ্রব্য গাঁজা সহ হাফিজুর রহমান হাফু (৪৮) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানার সদ্য যোগদানকৃত অফিসার ইনচার্জ, মোঃ আলমগীর কবীরের নেতৃত্বে দামুড়হুদা থানাধীন হাউলী ইউপি’র পুরাতন বাস্তপুর গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান চালানো হয়। এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুরাতন বাস্তুপুর সাকিনস্থ পুরাতন বাস্তুপুর দাখিল মাদ্রাসার সামনে দামুড়হুদা টু রঘুনাথপুরগামী পাকা সড়কের উপর থেকে আনুমানিক সন্ধ্যা ৬টার দিকে পুরাতন বাস্তুপুর গ্রামের মৃত.ফকির বিশ্বাসের ছেলে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী মোঃ হাফিজুর রহমান হাফুকে ৬’শ গ্রাম অবৈধ মাদকদ্রব্য গাঁজা সহ হাতেনাতে আটক করা হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানা অফিসার ইনচার্জ মো: আলমগীর কবীর জানান, মাদকদ্রব্য সহ আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। তিনি আরও জানান থানা এলাকায় মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ীর হুশিয়ারি করেন অত্র থানা এলাকায় কোন মাদক ব্যবসায়ীকে ছাড় দেওয়া হবে না এবং মাদকবিরোধী অভিযান চলমান থাকবে।

দামুড়হুদায় ভরা বর্ষামৌসুমেও বৃষ্টির জন্য কৃষকদের হাহাকার

আমন ধানের চাষ হলেও চুয়াডাঙ্গা জেলায় এবার উল্টো চিত্র। আষাঢ় মাস শেষে শ্রাবণের ১৮ দিন পেরিয়ে গেলেও চুয়াডাঙ্গায় বৃষ্টির দেখা নেই বললেই চলে। আকাশে শ্রাবণের মেঘ থাকলেও দেখা দিচ্ছে না কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি। ফলে আমন ধানের চাষ ব্যাহত হচ্ছে। ভরা বর্ষা মৌসুমে ডিপ টিউবওয়েল ও শ্যালো মেশিনে সেচ দিয়ে চলছে আমন চাষ। এতে বেড়ে যাচ্ছে উৎপাদন খরচ।

ভরা বর্ষা মৌসুমেও পানির জন্য হাহাকার চলছে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় । বৃষ্টি না হওয়ায় আমন চাষ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা। হাতেগোনা কিছু কৃষক সেচ দিয়ে আমন ধান রোপণ করলেও পানির অভাবে তা মরে যাচ্ছে অনেক জমির ধান।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, এ বছর দামুড়হুদা উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন ও ১ পৌরসভায় ৮ হাজার ৫০ হেক্টর জমিতে আমন ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। পানির অভাবে জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে পারেননি কৃষকরা। ভরা বর্ষা মৌসুমেও এসব এলাকায় কাক্সিক্ষত বৃষ্টিপাত না হওয়ায় কৃষক ধান রোপণ করতে পারছেন না।

উপজেলার কুড়ুলগাছি আদর্শ কৃষক সমবায় সমিতির লি: কৃষক রফিকুল ইসলাম, এনামুল হক ও জাহাঙ্গীর আলম জানান, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে সাধারণত বৃষ্টির পানির ওপর নির্ভর করে কৃষক আমন চাষে নামেন। এ কারণে এ আবাদে তাদের সেচ খরচ কম হয়। কিন্তু এ বছর বর্ষাকালে (আষাঢ় ও শ্রাবণ) বৃষ্টির দেখা না পেয়ে তারা হতাশ হয়ে পড়েছেন। পানির জন্য হাহাকার চলছে। বৃষ্টির অভাবে তারা এখনো আমনের চারা রোপণ করতে পারেননি। তবে গত দুদিনের সামান্য বৃষ্টিপাতে তাদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। তাই তারা আমন আবাদে মাঠে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

কৃষক আরিফুল ইসলাম বলেন, এ বছর আট বিঘা জমিতে আমন ধান চাষ করব। কিন্তু বৃষ্টির পানির অভাবে চারা রোপণ করতে পারছি না।

এ বিষয়ে মান্দা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শায়লা শারমিন বলেন, শুধু মান্দায় নয়; প্রয়োজনীয় বৃষ্টির অভাবে সারাদেশে আমন আবাদে এ অবস্থা বিরাজ করছে।

এ ব্যাপারে আমরা কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছি। তবে আমন মৌসুমের ধান রোপণের সময় খুব বেশি পিছিয়ে যায়নি। আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত রোপণ করা যাবে।

পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে যাবে বলে আশা করে তিনি আরো বলেন, আমন আবাদ নিয়ে কৃষকের পাশাপাশি কৃষি অফিসও চিন্তায় রয়েছে। চলতি মাসে বৃষ্টি হলেই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। এরই মধ্যে কৃষক সেচের মাধ্যমে আমন ধানের চারা রোপণ শুরু করেছেন।

আলমডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলার পুরস্কার বিতরণ

আলমডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ এবং বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের উপজেলা পর্যায়েরর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই মঞ্চে শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মাঝে হুইলচেয়ার, চশমা, হিয়ারিং এইড ও স্ক্র্যাচ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে পাইলট সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বি-টিম মাঠে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলায় বালক বিভাগে ভাংবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১-০ গোলে খাসকররার কায়েকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত জয়লাভ করে। এদিকে বালিকা উদয়ন বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩-০ গোলে ফুলবগাদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে ।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভারপ্রাপ্ত ও সহকারি কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদরে সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি

ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহাম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, পৌরসভার প্যানেল মেয়র খন্দকার মজিবুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা, উপজেলা রিসোর্চ সেন্টারের ইন্সটেক্টর জামাল হোসেন, পাইলট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা। সহকারি শিক্ষা অফিসার জিএম কামাল হোসেনের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন সহকারি শিক্ষা অফিসার শামীম সুলতান, সহকারি শিক্ষা অফিসার হুমায়ন কবীর, সহকারি শিক্ষা অফিসার রফিকুল ইসলাম, সহকারি শিক্ষা অফিসার বখতিয়ার উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক রকিবুস সালেহীন, মোল্লা ফেরদৌস রিজভী প্রমুখ। উদ্বোধনী খেলা পরিচালনা করেন সহকারি শিক্ষক তহিদ, তবিবুর, আরেফিন কবির রিপন, ফিরোজুল ইসলাম, মামুন, আশরাফুল, হাসাউদ্দৌলা, আকা আজাদ, রিজভী। খেলা ধারাবিবরণী দেন সহকারি শিক্ষক মামুনুজ্জামান ও আহসান হাবীব। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে শেষে একীভ‚ত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিমুদের মাঝে হুইলচেয়ার, চশমা, হিয়ারিং এইড ও স্ক্র্যাচ বিতরণ করা হয়। স্কুল পড়–য়া ৭ জনকে হুইলচেয়ার, ২ জনকে হিয়ারিং এইড, একজনকে স্ক্র্যাস ও একজনকে চশমা ক্রয় ও ডাক্তার দেকানোর জন্য নগত টাকা তুলে দেওয়া হয়।